শিক্ষা উন্নতির চাবিকাঠি। শিক্ষা-দীক্ষায় যে দেশ যত উন্নত সে দেশ সবদিক থেকে তত সমৃদ্ধিশালী। তবে শিক্ষাকে যুগের চাহিদামাফিক হতে হবে এবং তা হতে হবে উন্নতমানের। দূর্ভাগ্যবশত আমাদের শিক্ষা যুযোগপযোগীও নয়, উন্নত মানেরও নয়। আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করতে না পারলে অন্যান্য দেশর সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারব না।

এতসব সত্ত্বেওও আমরা নিরাশবাদী নই। আমরা জানি নানা সমস্যার মধ্যে পৃথিবী প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত পঞ্চাশ বছরে বহুদেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাংলাদেশেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে।

যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্যএকটি অভিশাপ। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের ফল বেসামরিক ও সামরিক সকল ব্যক্তিকেই ভোগ করতে হয়। যুদ্ধের সময় ব্যাপক ধ্বংযজ্ঞ ঘটে। মানূষ এই অভিশাপ থেকে মুক্তি চায়।

বই পড়া একটি চমৎকার অভ্যাস । সত্যি কথা বলতি কি, এর কোন বিকল্প নেই। অজানা কে জানতে বই পড়তেই হবে। তবুও অনেকেই বই পড়ার গুর"ত্ব বুঝতে পারে।যা অনেকে বুঝতে পারে না। আজকাল ছাত্রছাত্রীরাও বইয়ের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় না।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কিছু কিছু শিল্প কারখানা ঘওে উঠলেও দেশটি এখনো শিল্পায়িত হয়ে উঠে নাই। এর কৃষিও স্বনির্ভও নয়, বরং তার প্রায় সবটাই বৃষ্টি নির্ভর। বৃষ্টির জন্য চাই মেঘ। মেঘ না হলে বৃষ্টি হয় না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ উন্নতি করিতে পারে না। অর্থই বল আর বিদ্যাই বল, উহা অর্জন করিতে হইলে তোমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। যাহারা অলস তাহারা চিরকাল প্রচ্যাতে পরিয়া থাকে। সমাজে যাহারা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই পরিশ্রমী। মনে রাখিবে প্ররিশ্রমই উন্নতির চাবি কাঠি।